গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
উপজেলা আইসিটি কার্যালয়, নোয়াখালী সদর
http://doict.sadar.noakhali.gov.bd/

নোয়াখালী সদর উপজেলা আইসিটি কমিটির ফেব্রুয়ারি ,২০২৬ খ্রি. মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	হোমায়রা ইসলাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সভার তারিখ	২৬/০২/২০২৬
সভার সময়	দুপুর ১২ঃ০০ ঘটিকা
স্থান	উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নোয়াখালী সদর উপজেলা আইসিটি কমিটির ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রি. মাসের মাসিক সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা, নোয়াখালী সদর কে সভার নির্ধারিত আলোচনা শুরু করার অনুরোধ করেন। নির্দেশনা মোতাবেক তিনি বিগত মাসিক সভার কার্যবিববরণী পড়ে শোনান এবং কার্যবিবরণীটি সকলের সম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। পরবর্তীতে তিনি সভার কার্যপত্র মোতাবেক আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

ক্রম	বিষয়	বিবরণ	মন্তব্য

০১	আইসিটিডি ডিজিটাল ল্যাব সংক্রান্ত;	সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার , নিয়মিত আইসিটিডি ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট ল্যাবসমূহে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজনের গুরুত্ব উল্লেখ করেন।উপজেলা আইসিটি অফিসার সভায় জানান, ১ম পর্যায়ে স্থাপিত ১৩ টি আইসিটিডি ডিজিটাল ল্যাবে সর্বমোট ৩৬ টি ল্যাপটপ আংশিক/সম্পূর্ণ অচল অবস্থায় রয়েছে।ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট ল্যাবপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর ছাত্র-ছাত্রীরা ল্যাবের কাঙ্ক্ষিত সুফল থেকে কিছুটা বঞ্চিত হচ্ছে।তিনি আরো জানান , আইসিটি অধিদপ্তরের সাথে ল্যাবপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থায়নে আংশিক / সম্পূর্ণ অচল ল্যাপটপসমূহ রিপেয়ার/রিপ্লেস করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।এমতবস্থায় সভাপতি আংশিক / সম্পূর্ণ অচল ল্যাপটপসমূহ দ্রুত রিপেয়ার/রিপ্লেস করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। **সিদ্ধান্তঃ** (ক) ইতোমধ্যে অত্র উপজেলাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত আইসিটিডি ডিজিটাল ল্যাবসমূহে সরবরাহকৃত কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী চুক্তি মোতাবেক ব্যবহার হচ্ছে কিনা এবং ছাত্র ছাত্রীরা উক্ত ল্যাব ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ তাঁর প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত আইসিটিডি ডিজিটাল ল্যাবের আংশিক / সম্পূর্ণ অচল ল্যাপটপসমূহ রিপেয়ার/রিপ্লেস করে উপজেলা আইসিটি অফিসার , নোয়াখালী সদরকে অবহিত করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার,নোয়াখালী সদর। (২)উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা, নোয়াখালী সদর। (৩)উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, নোয়াখালী সদর। (৪) অধ্যক্ষ / প্রধান শিক্ষক (সংশ্লিষ্ট ল্যাবপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

০২	ডি-ফাইল (নথি) কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন সংক্রান্ত;	**আলোচনাঃ** (ক) উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব, উপজেলা আইসিটি কমিটি, নোয়াখালী সদর সভায় জানান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও এটুআই এর কারিগরি সহযোগিতায় ই-নথি সিস্টেমের হালনাগাদ ভার্সন ডি-নথি (Digital Nothi) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে সকল দপ্তর প্রধান ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রধান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল দপ্তরকে ডি-নথি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উপজেলা পর্যায়ে ইতোমধ্যে যে সকল দপ্তরে ডি-নথি সিস্টেমের কার্যক্রম শুরু হয়েছে সে সকল দপ্তরে ডি-নথি কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য সভাপতি মহোদয় দপ্তর প্রধানগণকে অনুরোধ করেন। সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরের ডি-নথি কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য দপ্তর প্রধানগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং ডি-নথিতে পত্রজারি কার্যক্রম বৃদ্ধি করার জন্য পরবর্তী উপজেলা আইসিটি সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্তঃ** (ক) যে সকল দপ্তরে ডি-নথি এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে ঐ সকল দপ্তরে ডি-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তদারকি করার জন্য দপ্তর প্রধানগণকে অনুরোধ করা হয়। (খ) উপজেলা পর্যায়ে ডি-নথি বাস্তবায়নে উপজেলা আইসিটি অফিস প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) দপ্তর প্রধান (সকল), নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী। (২)উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা, নোয়াখালী সদর।

<table>
<tr>
<td>০৩</td>
<td>ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (ইডিসি) প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম;</td>
<td>
আলোচনাঃ
(ক) উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব সভায় জানান, নোয়াখালী সদর উপজেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (ইডিসি) প্রকল্পের আওতায় ০২ (দুই) টি কম্পোনেন্টের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালী সদর উপজেলায় নির্মিতব্য উপজেলা সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ সেন্টারের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে তদারকি করা হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, এ বিষয়ে বলেন, অত্র উপজেলায় ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (ইডিসি) প্রকল্পের এন্ড ইউজার সংযোগ বিষয়ক কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তদারকি করতে হবে।
<table>
<tr><th>কম্পোনেন্টের নাম</th><th>বর্তমান অবস্থা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>সেট সেন্টার স্থাপন</td><td>পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</td><td>বিদ্যুৎ সংযোগের সাথে সোলার ইন্ট্রিগেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কম্পিউটার ল্যাব,নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার, স্যুইচ রুম ও প্লাগ এ্যান্ড প্লে সেন্টারের কার্যক্রম অদ্যাবধি শুরু হয়নি।</td></tr>
<tr><td>এন্ড ইউজার কানেক্টিভিটি (ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন)</td><td>১০ টি সংযোগের কার্যক্রম চলমান</td><td>৩০০ টি সংযোগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।</td></tr>
</table>
সিদ্ধান্তঃ
(ক) “ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (ইডিসি)” প্রকল্পের আওতায় যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটিডি ডিজিটাল ল্যাব প্রদানের নিমিত্ত প্রকল্প দপ্তরে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
(খ) উপজেলা সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ সেন্টারের অসম্পন্ন কাজ সম্পন্নের নিমিত্ত প্রকল্প দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
(গ) ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের অধীন ইতোমধ্যে নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,ইউনিয়ন ভূমি অফিস,কমিউনিটি ক্লিনিক ও অন্যান্য অফিসে এন্ড ইউজার কানেক্টিভিটি স্থাপন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এক্ষেত্রে দাপ্তরিক কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে তা সমাধান করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
</td>
<td>১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নোয়াখালী সদর

২)উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা, নোয়াখালী সদর।

৩)উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, নোয়াখালী সদর।</td>
</tr>
</table>

০৪	উপজেলা,ইউনিয়ন সহ প্রতিটি দপ্তরের স্ব-স্ব ওয়েব পোর্টাল নিয়মিত হালনাগাদকরণ;	**আলোচনাঃ** (ক) উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা, উপজেলা কার্যালয়, নোয়াখালী সদর অত্র উপজেলার ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদের একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অধিকাংশ সরকারি দপ্তরের তথ্য বাতায়নে প্রয়োজনীয় তথ্য নেই অথবা পুরনো তথ্য হালনাগাদ করা হয়নি। অত্র প্রতিবেদনে চার (৪) টি দপ্তরের ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ শতভাগ পরিলক্ষিত হয়।উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নোয়াখালী সদর জানান নিয়মিত দাপ্তরিক ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। তিনি আরও জানান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি/যোগদানের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবপোর্টাল অধিকাংশ সময় হালনাগাদকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়না। এবিষয়ে তিনি সদর উপজেলাধীন দপ্তর প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উপজেলা আইসিটি অফিসার সভায় ওয়েবপোর্টালে "২-Step Verification" ব্যবহারের গুরুত্ব উল্লেখ করেন। **সিদ্ধান্তঃ** (ক) নোয়াখালী সদর উপজেলাধীন সকল সরকারি দপ্তরের ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ বিষয়ক প্রতিবেদন পরবর্তী উপজেলা আইসিটি কমিটির সভায় উপস্থাপন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) সদর উপজেলাধীন দপ্তর প্রধানগণ তাঁর দপ্তরের ওয়েবপোর্টাল শতভাগ হালনাগাদ নিশ্চিত করতে হবে। (গ) ইউনিয়ন পর্যায়ের ওয়েব পোর্টালসমূহ সচিব ও উদ্যোক্তা যৌথভাবে শতভাগ হালনাগাদ নিশ্চিত করতে হবে। (ঘ) ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে উপজেলা আইসিটি কার্যালয় এর সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (ঙ) শতভাগ হালনাগাদকৃত চার(৪) টি (উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়,উপজেলা আইসিটি কার্যালয়, উপজেলা পরিবার ও পরিকল্পনা কার্যালয়, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি) দপ্তরকে ধন্যবাদজ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (চ) বদলি/যোগদানের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবপোর্টাল দ্রুত হালনাগাদ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) দপ্তর প্রধান (সকল), নোয়াখালী সদর। (২)উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা (৩)ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ প্যানেল চেয়ারম্যান(সকল), নোয়াখালী সদর। (৪) সচিব ও উদ্যোক্তা (সকল), নোয়াখালী সদর।

০৫	সরকারিভাবে Freelancer ID Card প্রাপ্তি সংক্রান্ত	**আলোচনাঃ** উপজেলা আইসিটি অফিসার,নোয়াখালী সদর, সভায় জানান, বিগত ১৩-০১-২০২৬ খ্রি. তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (ICT Division) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (Department of ICT)-এর উদ্যোগে দেশের প্রথম জাতীয় ফ্রিল্যান্সার নিবন্ধন ও আইডি কার্ড কার্যক্রমের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম freelancers.gov.bd-এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা **হয়**।এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশের ফ্রিল্যান্সাররা প্রথমবারের মতো একটি সরকারি স্বীকৃত ডিজিটাল পরিচয়পত্র (Freelancer ID Card) পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।এই আইডি কার্ডের মাধ্যমে নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সাররা ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ, ঋণ ও ক্রেডিট কার্ড সুবিধা, আর্থিক প্রণোদনা, সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সহজে লাভ করতে পারবেন। একইসাথে এটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও পেশাগত মর্যাদা আরও সুদৃঢ় করবে।freelancers.gov.bd প্ল্যাটফর্মটি একটি জাতীয় ফ্রিল্যান্সার ডাটাবেইস হিসেবেও কাজ করবে, যেখানে ফ্রিল্যান্সারদের সংখ্যা, দক্ষতা, কাজের ধরন ও বাজার প্রবণতা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষিত ও হালনাগাদ থাকবে। এই তথ্য নীতিনির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি আরও জানান উদ্যোগটির মাধ্যমে ব্যাংক, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতের সঙ্গে ফ্রিল্যান্সারদের সংযোগ আরও শক্তিশালী হবে, যা দেশের ডিজিটাল অর্থনীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। তরুণ সমাজের আত্মকর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে এটি একটি কৌশলগত জাতীয় উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। **সিদ্ধান্তঃ** ক) নোয়াখালী সদর উপজেলায় ফ্রিল্যান্সারদের মাঝে https://www.freelancers.gov.bd এই প্লাটফর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **খ) এ প্লাটফর্ম সম্পর্কে যেকোন সহযোগিতার জন্য উপজেলা আইসিটি কার্যালয়,নোয়াখালী সদর -এ যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**	১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নোয়াখালী সদর ২)উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা, নোয়াখালী সদর।
	বিবিধ	**আলোচনাঃ** উপজেলা আইসিটি অফিসার,নোয়াখালী সদর, সভায় জানান, সাইবার স্পেসে জনস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে নতুন সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ জারি করেছে। অধ্যাদেশের ২০ ধারা অনুসারে জুয়া খেলা এবং জুয়া খেলার সাথে জড়িত সকল কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে । এই আইন অনুসারে সাইবার স্পেসে জুয়া খেলার জন্য কোন পোর্টাল/অ্যাপস/ডিভাইস তৈরি/পরিচালনা করা, জুয়া খেলা, খেলায় সহায়তা বা উৎসাহ প্রদান বা উৎসাহ প্রদানের জন্য বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রচার বা বিজ্ঞাপনের সাথে জড়িত থাকাকে আইনত দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২১ এবং ২২ ধারা অনুযায়ী জুয়া খেলার জন্য কোন অর্থনৈতিক লেনদেন, জুয়া খেলা বিষয়ে কোন প্রতারণা বা জালিয়াতি করাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জুয়া খেলা নিয়ে উৎসাহ প্রদান বা বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করার কারণে বাংলাদেশের কোন নাগরিকের জুয়া খেলা নিয়ে কোন বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। কোন নাগরিক,সম্মানিত ব্যক্তি বা সেলিব্রেটি যদি মনে করেন তার অনুমতি ব্যতিরেকে জুয়া খেলার ওয়েবসাইট/পোর্টালে তার ছবি/ভিডিও ব্যবহৃত হচ্ছে তাকে আইনের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এই আইন প্রণয়নের পূর্বে যারা জুয়া খেলার সাথে বা জুয়া খেলার বিজ্ঞাপনের সাথে স্বেচ্ছায় জড়িত ছিলেন তাদেরকে অবিলম্বে এই কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। যারা পূর্বে জুয়ার কারণে প্রতারণার শিকার এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের জন্য আইনের ৩০ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করা এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে।	১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নোয়াখালী সদর **২) দপ্তর প্রধান (সকল), নোয়াখালী সদর।** ৩)উপজেলা আইসিটি অফিসার ৪)উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান(সংশ্লিষ্ট সকল),নোয়াখালী সদর।

০৬

বাংলাদেশ সরকার দেশের জনগণকে সাইবার স্পেসে জুয়া খেলা এবং জুয়া খেলা সংক্রান্ত যেকোনো কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার এবং এই অপরাধের সাথে যুক্ত ব্যক্তি/কোম্পানির ব্যাপারে তথ্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে প্রদানের অনুরোধ করছে।

জুয়া একটি সামাজিক ব্যাধি এবং সাইবার স্পেসে জুয়া খেলার কারণে দেশে অসংখ্য ব্যক্তি সর্বস্বান্ত হয়েছে, অনেকে আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই দেশের জনগণের কাছে সরকার সাইবার স্পেসে জুয়া খেলা বন্ধ করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রত্যাশা করছে। সরকার ইতিমধ্যে ১,১০০ এর অধিক এজেন্ট শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এরূপ কার্যক্রমের সাথে যে সকল মোবাইল ফাইন্যান্সিং এজেন্ট, ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকবে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

যদি কোন ব্যক্তি উল্লিখিত অপরাধ সংগঠিত করে তবে তার অনধিক ২(দুই) বছরের কারাদন্ড বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত করার বিধান অধ্যাদেশের ২০ নম্বর ধারার ২ নম্বর উপ ধারায় রাখা হয়েছে।

এই বিষয়ে সরকারের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং সাইবারস্পেসে জুয়া খেলা, ফাইনানশিয়াল স্কাম, জুয়ার লেনদেনের (ক্রিপ্টোকারেন্সিসহ) সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তি, সেলিব্রেটি, বিভিন্ন পেশাজীবী, অপারেটর, মোবাইল ফাইনানশিয়াল সিস্টেম, এমএফএস এজেন্ট, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুসারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি অনলাইন জুয়ায় জড়িত বিভিন্ন পেশাজীবী, বিজ্ঞাপন দাতা কোম্পানি, মিডিয়া বায়ার, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপন গ্রহীতা সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তাই যেকোনো জুয়ার অ্যাকাউন্ট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মোবাইল ব্যাংকিং, রেগুলার ব্যাংকিং, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেকোনো এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর কিংবা কোন ক্রিপ্টো ব্রোকার কিংবা হুন্ডির অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে জানাতে যোগাযোগ করুন-notify@ncsa.gov.bd ,meraz.hossain@doict.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভায় জানান, সদর উপজেলাধীন ইউনিয়নসমূহের প্যানেল চেয়ারম্যানগন যার যার ইউনিয়নে অনলাইন জুয়া ও সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ,২০২৫ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে কর্মসূচি গ্রহণ করবে এবং এবিষয়ে সহযোগিতার জন্য উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করবে।

সিদ্ধান্তঃ

১। নোয়াখালী সদর উপজেলাধীন সকল দপ্তর প্রধানগণ যার যার স্কোপ অনুযায়ী অনলাইন জুয়া ও সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। প্যানেল চেয়ারম্যানগন ইউনিয়ন পর্যায়ে জনসাধারণকে অনলাইন জুয়া ও সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ সম্পর্কে সচেতন করতে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং এবিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা আইসিটি অফিসারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

৩। নোয়াখালী সদর উপজেলাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনলাইন জুয়া ও সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এবিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা আইসিটি অফিসারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরিশেষে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-সেবা কার্যক্রম জোরদার করার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯-০৩-২০২৬
হোমায়রা ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার

তারিখ: ১৫ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৯ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ৫৬.০৪.৭৫৮৭.০০০.০০০.০৬.০০০১.২৪.২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব (রুটিন দায়িত্ব), সচিবের দপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
২। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালকের কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর।
৩। প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তর, ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন প্রকল্প (ইডিসি)।
৪। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী।
৫। উপদেষ্টার একান্ত সচিব, উপদেষ্টার দপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ(উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। জেলা আইসিটি অফিসার,নোয়াখালী।
৭। দপ্তর প্রধান (সকল),নোয়াখালী সদর।
৮। সদস্য(সকল),উপজেলা আইসিটি কমিটি,নোয়াখালী সদর।
৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান(সংশ্লিষ্ট সকল),নোয়াখালী সদর।
১০। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান / প্রশাসক (সকল), নোয়াখালী সদর।
১১। প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সকল), ইউনিয়ন পরিষদ,নোয়াখালী সদর এবং
১২। উদ্যোক্তা (সকল),ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার,নোয়াখালী সদর।

২৯-০৩-২০২৬
সৈয়দ মোহাম্মদ মিরাজ হোসেন
উপজেলা আইসিটি অফিসার